ইলিশমারির চর
মরিয়মের কান্না

ইলিশমারির চর
মরিয়মের কান্না

আবুল চিকার

প্রথমা

ILISHMARARIR CHAR
MORIOMER KANNA
Collection of two Bengali Novels
By Abdul Jabbar

First Punascha Edition
January, 2026

ISBN 978-81-7332-923-4

Price ₹ 350

প্রথম পুনশ্চ সংস্করণ
জানুয়ারি ২০২৬

প্রচ্ছদ আর্ট ক্রিয়েশন

দাম ₹ ৩৫০

পুনশ্চ, ১১৪ এন, ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১০ থেকে
সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং শিবানী প্রিন্টিং ১৭এ, স্যার গুরুদাস রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত ফোন - ৮৯১০২৮৩৪৪৮
Email: punaschabooks@gmail.com
Web: www.punaschabooks.com

প্রকাশকের নিবেদন

'ইলিশমারির চর' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী' বর্ষে, বাং ১৩৬৮, ইংরেজি ১৯৬১ সালে। অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ৬৫ বছর আগে। তখন লেখকের বয়স ছিল আঠাশ বছর। বইটির প্রকাশক ছিলেন 'ওয়াই মল্লিক', ১১০/এ, মহাত্মা গান্ধী রোড; পরিবেশক ছিল 'ইউনিভার্সাল বুক ডিপো,' ৫৭ বি, কলেজ স্ট্রিট। প্রচ্ছদশিল্পী ছিলেন খালেদ চৌধুরী। বইটির মুদ্রক ছিলেন আবদুল আজিজ আল আমান। যত্ন নিয়ে আজিজসাহেব বইটি তাঁর 'বঙ্গ আজাদ প্রেস' থেকে ছাপিয়ে দেন। সেই সূত্রে আবদুল জব্বারের সঙ্গে আজিজ আল আমানের সখ্যতা গড়ে ওঠে। পরবর্তীতে আজিজ আল আমান হয়ে ওঠেন লেখক ও প্রকাশক, 'কাফেলা' পত্রিকার সম্পাদক ও এক লেখকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষক। আবদুল জব্বারের সাহিত্যের মূল্যায়ন ও সম্মান প্রদর্শনে তিনি বিশিষ্ট ভূমিকা নেন। আবদুল জব্বারকে 'কাফেলা' পুরস্কারে সম্মানিত করেন।

প্রথম সংস্করণে 'ইলিশমারির চর' উৎসর্গ করা হয় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে। জব্বারের অত্যন্ত শ্রদ্ধার মানুষ ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু কোনো এক অজানা কারণে 'সেরা প্রকাশক প্রাইভেট লিমিটেড' প্রকাশিত 'ইলিশমারির চর'-এর তৃতীয় সংস্করণে উৎসর্গ পৃষ্ঠা বদলে বইটি উৎসর্গ করা হয় 'দুই বঙ্গের ধীবর-সম্প্রদায়কে'।

'ইলিশমারির চর' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবদুল জব্বারের এই নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসটি 'পদ্মানদীর মাঝি' ও 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর পাশাপাশি আলোচিত হতে থাকে সুন্দরবন ও জেলে জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্রায়নের জন্য। প্রথম প্রকাশের ২৫ বছরের পর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে এই বইটি অন্য প্রকাশনা থেকেও প্রকাশিত হয়েছে।

আবদুল জব্বার তাঁর কয়েকটি উপন্যাস আমাদের যথাযথ মর্যাদা দিয়ে প্রকাশ করার দায়িত্ব দেন। আমরা বাংলা সাহিত্যের নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস ও সুন্দরবনচর্চার বর্তমান আগ্রহের কারণে এই উপন্যাস-সহ 'মরিয়মের কান্না' উপন্যাসটি একত্রে প্রকাশ করে আমাদের প্রিয় লেখক আবদুল জব্বারকে সম্মানিত করছি।

'ইলিশমারির চর'-এর ক্ষেত্রে আমরা প্রথম সংস্করণ ও তৃতীয় সংস্করণের পাঠ সমন্বয়ে একটি মান্য পাঠ পাঠকের সামনে হাজির করলাম।

'ইলিশমারির চর'-এর মতো 'মরিয়মের কান্না' উপন্যাসও আবদুল জব্বারের প্রতিনিধিমূলক জল-জঙ্গল-নদী, সুন্দরবন, মীন ধরার ধীবর, ব্যাপারী ও সুন্দরবনের গভীরে কাঠকাটার ইজারাদার মহাজনের জীবন, লোভ, লালসার বিচিত্ররূপ— যা লেখকের গভীর পর্যবেক্ষণের নির্যাস। এই বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৭ সালে, 'নাথ পাবলিশিং', কলকাতা থেকে। বইটি উৎসর্গ করা হয় সাহিত্যিক গজেন্দ্রকুমার মিত্রকে, যিনি ছিলেন লেখকের 'পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু'।

আবদুল জব্বার তাঁর লেখনীর কুশলতায় সমকালে বিদ্বগ্ধ সমাজের যেমন স্নেহভাজন হয়ে ওঠেন, তেমনি আজও তিনি সমান আকর্ষণের ও আলোচ্য। আগামী দিনের পাঠকের জন্য এই উপন্যাস দুটি তাঁর নিজস্বতাকে স্বমহিমায় তুলে ধরে বাংলা সাহিত্যের গৌরবের অংশ হয়ে থাকবে এই আমাদের বিশ্বাস।

জানুয়ারি, ২০২৬

সন্দীপ নায়ক
পুনশ্চ

ইলিশমারির চর ৯
মরিয়মের কান্না ১৬৩

ইলিশমারির চর

আষাঢ়ের অমাবস্যার গভীর রাতে ভরা-কোটালের মুখেই নামল আকাশ। হুড়হুড় গুড়গুড় শব্দ। মুষলধারে নেমেছে বর্ষা। বিদ্যুতের তলোয়ার চিরে-ফেড়ে দিচ্ছে সারা আকাশটাকে মুহূর্তে মুহূর্তে। ঝাপটা এসে আছড়ে পড়ছে বার বার বিষম আক্রোশে। পাক খেতে খেতে ফুলে ফুলে দুলে দুলে ছুটেছে জোয়ারের ঘোলাপানি। হুড় হুড় খল খল শব্দ চারদিকে। পাড় ভেঙে পড়ছে কোথাও ঝপাং করে। বিদ্যুতের আলোয় দ্যাখা যায়, ইলিশের জাল-ফেলে-ভাসতে থাকা কালো কালো নৌকোগুলো। দ্যাখা যায়, ওপারের গাছপালার বৃষ্টি-ভেজা স্তব্ধ কালো রেখাটা। মাঝে মাঝে সট সট করে জ্বলতে থাকে বয়া মাথার লাল আলোগুলো। পুবপারের বুক জুড়ে অনেকটা দূর পর্যন্ত জ্বলে বিড়লা কোম্পানির চটকলের আলোর মালা। বিরাট ঐরাবতের মতো দুটো শুঁড় আকাশে তুলে আছে জেটিঘাটের ওপারে দুটো ক্রেন। জেটির পাশে ভিড় করে আছে কতকগুলো পাট-কয়লা-বওয়া লঞ্চ আর গাদাবোট। কারখানার বাবু-সাহেবদের মনোরম কোঠাবাড়ি। এদিকে পাঁচটা চিমনিওয়ালা লালরঙা-পাওয়ার হাউসের ঘর। তারপর তিন ফটুকে পোলের পাশের হাট বাজারের দোকানপাট। আরো দক্ষিণে পুঁটে-মাঝির ঘোল, কালী মন্দিরের চুড়ো, খেজুর আর ফণী মনসার ঝোপ। নলখাগড়া আর শরখড়ির একটানা কালো রেখা। এক ফটুকে পোলের ধাপে ধাপে সেই মাঝ-রাতের গহিন অন্ধকারে ছেঁড়া ছাতা বা তালপাতার পেখে মাথায় দিয়ে বসে আছে পাজারী মেয়েপুরুষরা কখন ভাটা পড়লে জাল উঠবে তার অপেক্ষায়। তারপর বিরাট একটা অংশ জুড়ে বুক-শিউরে-ওঠা ধস নামছে প্রতি বছরে বছরে, ইলিশ মারির চরের বুকে এগিয়ে চলেছে ধান-জমিকে গ্রাস করতে করতে। পোর্ট কমিশনের হাজার শক্ত বাঁধুনিকেও সে ভ্রুক্ষেপ করে না। এই ভাঙা চরের মাঝখানে আছে পাঁচটি খেজুরগাছ-ঘেরা সবুজ ঘাসওয়ালা একখণ্ড জমি। গ্রীষ্ম-বর্ষা সারা বছরই সেখানে বসে থাকে কোপ্‌নী-আঁটা প্রায় উলঙ্গ এক মেড়ুয়া সন্নীসী ধুনি জ্বালিয়ে। পুঁটে-মাঝির ঘোলের ওখানটাতেই আবার শ্মশানঘাট। লোকে বলে, সন্নীসী মড়ার মাংস খায়। শ্মশানটা ভেঙে না পড়াই যে তার মাহাত্ম্যের প্রকাশ তা সবাই জানে বলেই সন্নীসীর পোয়া বারো। ফল-মূলটা আর গাঁজাটা জোটে তার।

ইলিশমারির চরের ঘাটের মুখে দোকানপাট, ভাঙা-ফুটো নৌকো, অশথগাছের সারি, কাছারি, হাট, টালিখোলার কারখানা, 'যাতে'র মেলা বসবার বিরাট শূন্য চর; একটু ভেতরের দিকে চওড়া কাঁচা রাস্তার পাশে ডাকঘর, আফগারি পুলিশের ফাঁড়ি, গাঁজা-মদ অফিমের